# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৫-১৬

পদ্মা বহুমুখী সেতু

## সেতু বিভাগ

**সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়**

www.bridgesdivision.gov.bd

## ভূমিকা ঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ নামে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেতু বিভাগের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৩০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

## ২.১। রূপকল্প (Vision)ঃ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

## ২.২। অভিলক্ষ (Mission)ঃ

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, উড়াল সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

## ২.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
২. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা ও
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

## ২.৪। উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংকরোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন;
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃহৎ সেতু, টোল সড়ক, টানেল ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনের টোল নির্ধারণ;
- বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান।

## ২.৫। সেতু বিভাগের জনবল :

| অনুমোদিত পদের সংখ্যা | | | পদায়নকৃত পদের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী |
| ৩০ | ৮ | ২২ | ২৮ | ৮ | ২০ |

## ২.৬ । অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ।

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয় । সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ।

## ২.৭ । বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলী:

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু ও টানেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, কজওয়ে, রিংরোড নির্মাণ ও নির্মাণোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ।

## ২.৮ । বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল:

| অনুমোদিত পদের সংখ্যা | | | পূরণকৃতপদ | | | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী |
| ২১১ | ৭৯ | ১৩২ | ১৫৩ | ৫৪ | ৯৯ | ৫৮ | ২৫ | ৩৩ |

## ২.৯ । নিয়োগ ও পদোন্নতি:

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ০১ | - | ০১ | - | ০৬ | ২০ | |

## ৩ । বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

### ৩.১ । বঙ্গবন্ধু সেতু :

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে সংযুক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয় । এ সেতু নির্মাণে বৈদেশিক ঋণ ২৫৪৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা । বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি মাইলফলক ।

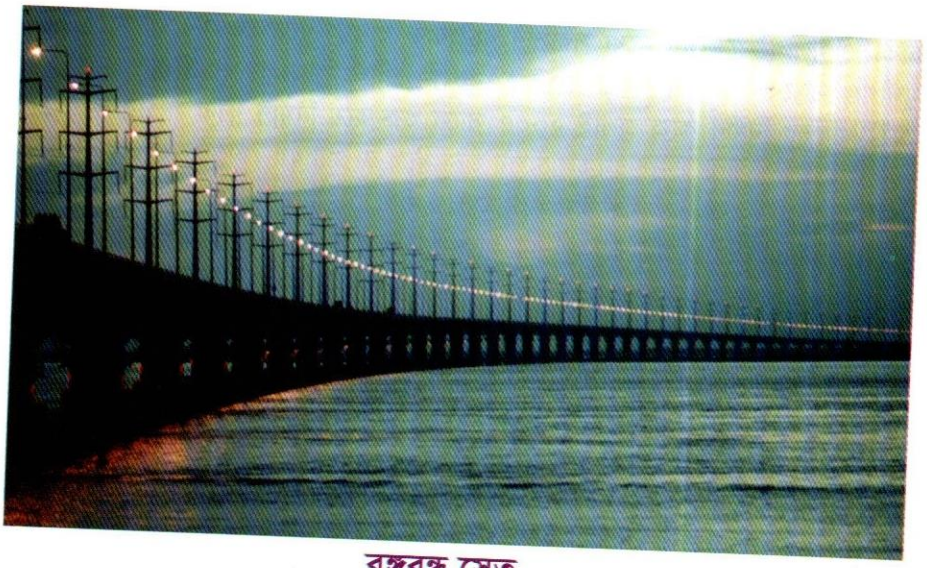

বঙ্গবন্ধু সেতু

৩.১.২। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

**৩.২। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু:**

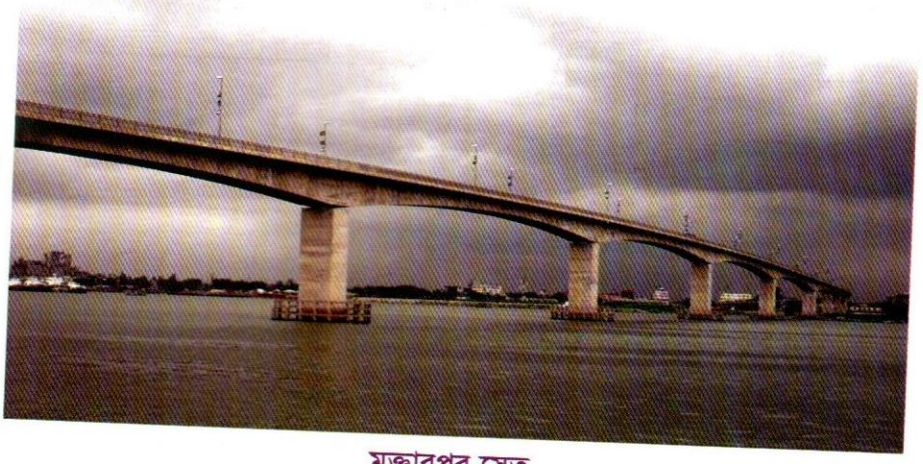

মুক্তারপুর সেতু

ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মি. দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর নির্মাণ কাজ জুলাই ২০০৫ সালে শুরু হয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ ১২১.৮৭ কোটি টাকা। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে এখন শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

## ৪। সেতু বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেটঃ

(লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | বাজেট ২০১৫-১৬ | প্রক্ষেপণ | |
|---|---|---|---|
| | | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ |
| অনুন্নয়ন | ৩২১৫.৬৯ | ৩১৪৩.০০ | ৩৪৫৩.০০ |
| উন্নয়ন | ৬২৫২৯৫.০০ | ৯২৫৭৫২.০০ | ১০১৮৩৩০.০০ |
| মোট | ৬২৮৫১০.৬৯ | ৯২৮৮৯৫.০০ | ১০২১৭৮৪.০০ |

## ৫। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ঃ

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | সর্বমোট আয় | সর্বমোট ব্যয় | উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি) |
|---|---|---|---|
| ২০১৫-১৬ | ৫৩৫.৫৩ | ৩৬৮.৪৫ | ১৬৭.০৮ |

## ৬। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রম | প্রকল্পের নাম | ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অর্থ ছাড় (আরপিএ) | জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) |
| ০১ | পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) | ৩৫৯২০৫.০০ | ৩৫৯২০৫.০০ | - | ৩৫৯২০৫.০০ | ২৭৩৪৯১.৯২ | - | ২৭৩৪৯১.৯২ |
| ০২ | সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট | ১৪৭১০০.০০ | ১৪৭১০০.০০ | - | ১৪৭১০০.০০ | ১৩৫২৪৬.০৬ | - | ১৩৫২৪৬.০৬ |
| ০৩ | কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ | ১১৮৯৯০.০০ | ২৪২৫৩.০০ | ৯৪৭৩৭.০০ | ২০২৬৫.০০ | ২০২৬৫.০০ | ২০২৬৫.০০ | |
| | মোট | ৬২৫২৯৫.০০ | ৫৩০৫৫৮.০০ | ৯৪৭৩৭.০০ | ৫২৬৫৭০.০০ | ৪২৯০০২.৯৮ (৬৮.৬১%) | ৪২৯০০২.৯৮ (৮০.৮৬%) | - |

## ৬.২। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. | সংস্থার নাম | এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ | জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | ৯ | ১৫৬৭৫.০০ | ৯৯৪৭.৪৪ (৬৩.৪৬%) |
| | সর্বমোট | ১২ | ৬৪০৯৭০.০০ | ৪৩৮৯৫০.৪২ (৬৮.৪৮%) |

## ৬.৩। সেতু বিভাগের অনুন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থবছর | বরাদ্দ | ব্যয় (মোট বরাদ্দের %) |
|---|---|---|
| ২০১৫-১৬ | ৩২১৫.৬৯ | ৩১৬২.৯৯ (৯৮.৩৬%) |

## ৭। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

### ৭.১.১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প:

বর্তমান সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২৮৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়।

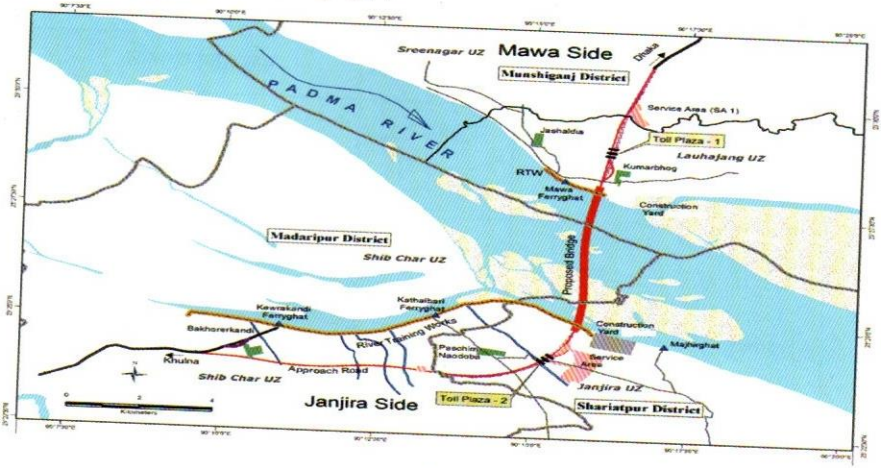

৭.১.২। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতু প্রকল্পের মূল সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

### ৭.১.৩। জুন ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | প্যাকেজ/ কাজের বিবরণ | কাজ শুরু | কাজ সমাপ্ত | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মূল সেতু নির্মাণ | নভেম্বর ২০১৪ | নভেম্বর ২০১৮ | *চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৪৩৩৯.৪১ কোটি টাকা।<br>* মূল সেতুর ২৪ টি পাইলের নীচের ৭০ মিটার এবং ৩টি পাইলের সম্পূর্ণ ১২৮ মিটার ড্রাইভ সম্পন্ন।<br>* মূল সেতুর এলাইনমেন্ট বরাবর ১৫০ মিটার প্রসস্ত চ্যানেল তৈরীর কাজ সম্পন্ন।<br>* ভৌত অগ্রগতি ২৭% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২. | নদীশাসন কাজ | ডিসেম্বর ২০১৪ | ডিসেম্বর ২০১৮ | * চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ২৫১৪.৩৩ কোটি টাকা।<br>* মোট ১,৩৩,০১,২৪৮টি কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ৩০,০০,০০০ টির কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে।<br>* মোট ২,১২,৭৫,০০০ জিও ব্যাগের মধ্যে ১১,০০,০০ টির ডাম্পিং সম্পন্ন।<br>* ভৌত অগ্রগতি ২২.৬৩% |
| ৩. | জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ | অক্টোবর ২০১৩ | অক্টোবর ২০১৬ | * চুক্তিমূল্য ১০৯৭.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৯৫৪.৯১ কোটি টাকা।<br>* ভৌত অগ্রগতি ৭৩% |
| ৪. | মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ | জানুয়ারি ২০১৪ | জুলাই ২০১৬ | * চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৬৮.৬০ কোটি টাকা।<br>* ভৌত অগ্রগতি ৯২.৩০% |
| ৫. | সার্ভিস এরিয়া -২ নির্মাণ | জানুয়ারি ২০১৪ | জুলাই ২০১৬ | * চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৭৬.২১<br>* ভৌত অগ্রগতি ৯৮% |
| ৬. | জাজিরা সংযোগ সড়ক, মাওয়া সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-1) | অক্টোবর ২০১৩ | অক্টোবর ২০১৭ | * চুক্তিমূল্য ১৩৩.৪৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭১.০১ কোটি টাকা।<br>* অগ্রগতি ৬৭.৫০% |
| ৭. | মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-2) | নভেম্বর ২০১৪ | নভেম্বর ২০১৮ | * চুক্তিমূল্য ৩৮৩.১৫ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১০২.৫৬ কোটি টাকা।<br>* অগ্রগতি ২৪.৫০% |
| ৮ | পুনর্বাসন কার্যক্রম | জুন ২০০৯ | জুন ২০২০ | * জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৫৮৯.৫৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতি গ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে।<br>* জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৮১০ টি পট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৯ | পরিবেশ কার্যক্রম | জুন ২০০৯ | জুন ২০২০ | * পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৭০,৪৫২ টি গাছ লাগানো হয়েছে।<br>* পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। |

## ৭.২। সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে "সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২য় এবং ৩য় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## ৭.৩। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট(এলিভেটেড অংশ):

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ (From House building to Deoara, Ch. 3+350~7+900, Lane no. 2+2) নির্মাণে বিস্তারিত নকশা বা Detailed Design এবং বিড ডকুমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।

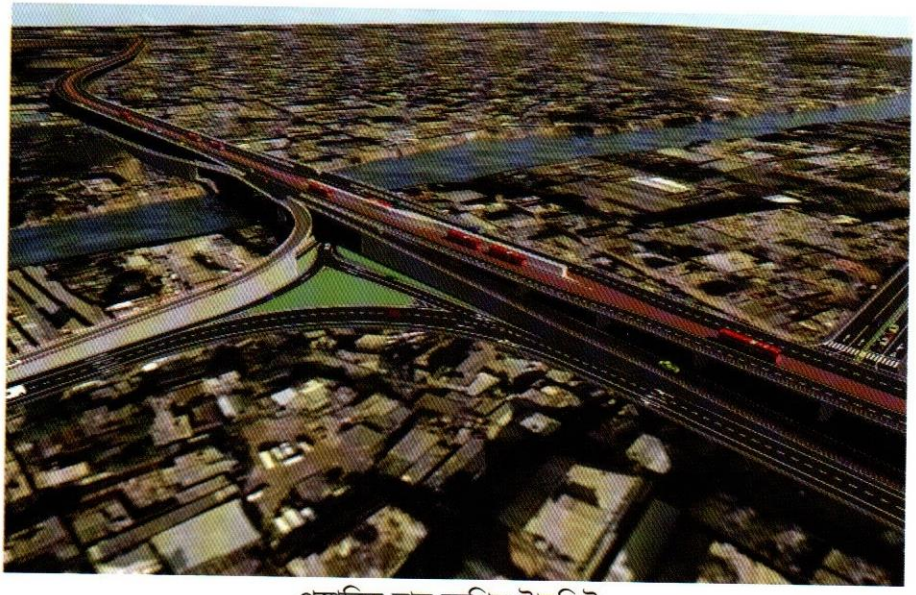

প্রস্তাবিত বাস রেপিড ট্রানজিট

৭.৩.২। ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্নের পর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অবদান রাখবে।

## ৭.৪ । কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ সালের জুন মাসে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ টানেল জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) এর সাথে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । ৮৪৪৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয় ।

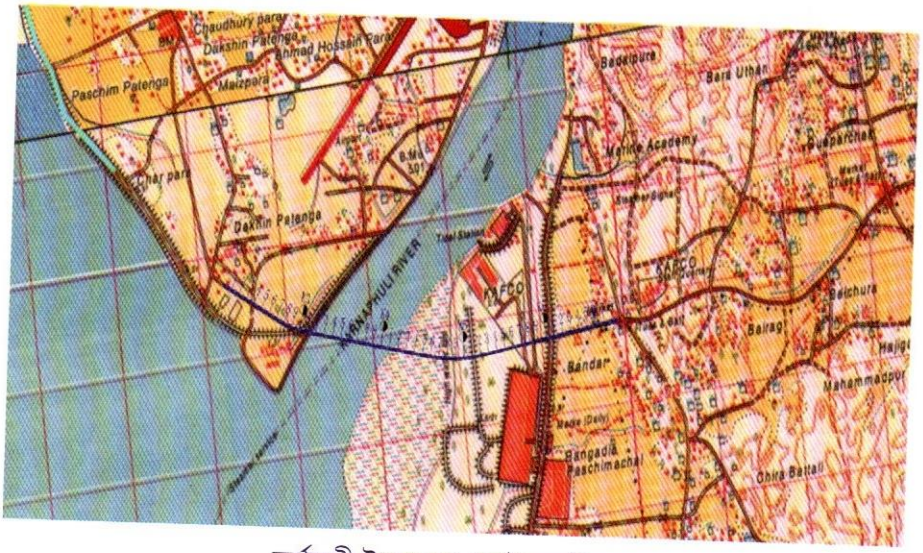


কর্ণফুলী টানেলের এলাইনমেন্ট

৭.৪.২ । চীন সরকারের সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্মাণ কাজ শুরু করে ২০২০ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে আশা করা যায় ।

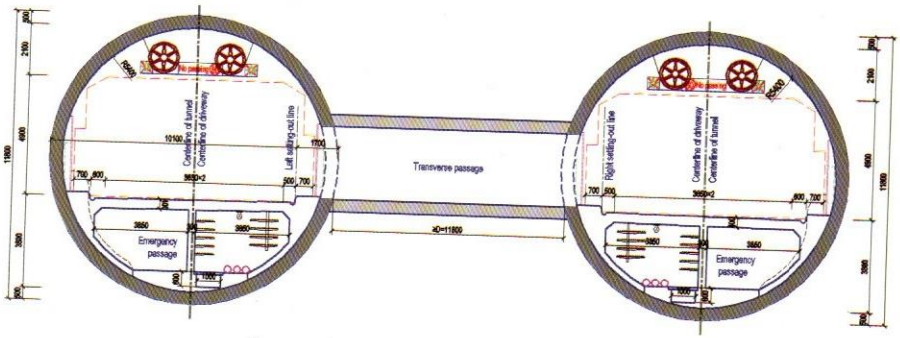


প্রস্তাবিত কর্ণফুলী টানেলের cross section

৭.৪.৩। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মিত হলে পূর্ব প্রান্তে প্রস্তাবিত ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পূর্ব প্রান্তে বিদ্যমান কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও প্রস্তাবিত চীনা বিশেষায়িত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং প্রস্তাবিত সরকারি শিল্প এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত এলএনজি টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। কক্সবাজারের সাথে চট্টগ্রাম শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার কমবে। প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং শ্রম ও সম্পদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপি ০.১৬৬% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। তবে বিগত দুই বছরের উন্নয়নের গতিধারার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় জিডিপিতে কর্ণফুলী টানেলের অবদান আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

## ৮। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

### ৮.১। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ:

হযরতশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ইপিজেড পর্যন্ত ১০,১২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক প্রস্তাব দাখিল করেছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর যথা সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়।

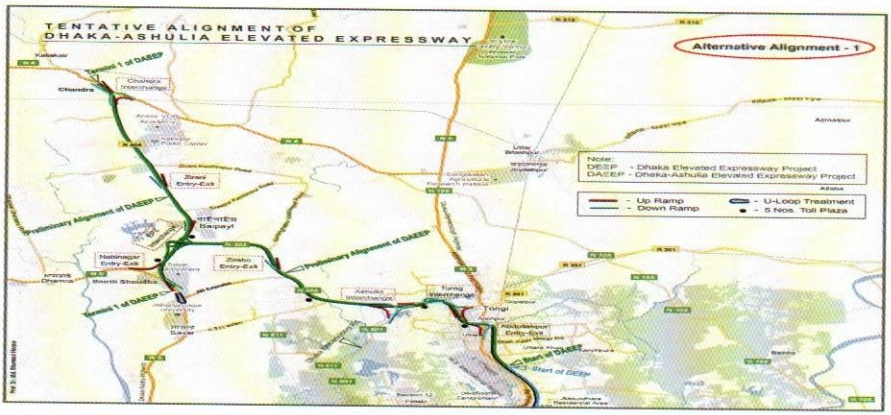


ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এলাইনমেন্ট

৮.১.২। তাছাড়া প্রায় ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইষ্ট ওয়েষ্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণে চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ সম্পন্ন হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী অংশে যানজট হ্রাস ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেট সহ পূর্বাঞ্চল এবং পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যানবাহনসমূহ ঢাকাকে বাইপাস করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি যাতায়াত করবে।

## ৮.২। দক্ষিণাঞ্চলে বৃহৎ সেতু নির্মাণঃ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর", "লেবুখালী-দুমকী-বগা -দশমিনা -গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর", "কচুয়া-বেতাগী -পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৮.২.২। তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যবর্তী তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ০৪টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## ৮.৩। ঢাকা শহরে সাবওয়ে বা under ground Metro নির্মাণঃ

সাবওয়ে নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ৪টি রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে আপাততঃ রুট-১ অর্থাৎ "টঙ্গী-বিমানবন্দর -কাকলী-মহাখালী -মগবাজার-পল্টন- শাপলাচত্বর- সায়েদাবাদ-নারায়নগঞ্জের সাইন বোর্ড পর্যন্ত" প্রায় ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং রুট-২ অর্থাৎ "আমিনবাজার-গাবতলী-আসাদগেট-নিউমার্কেট-টিএসসি-ইত্তেফাক-সায়েদাবাদ পর্যন্ত" প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দুটি অংশে সাবওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

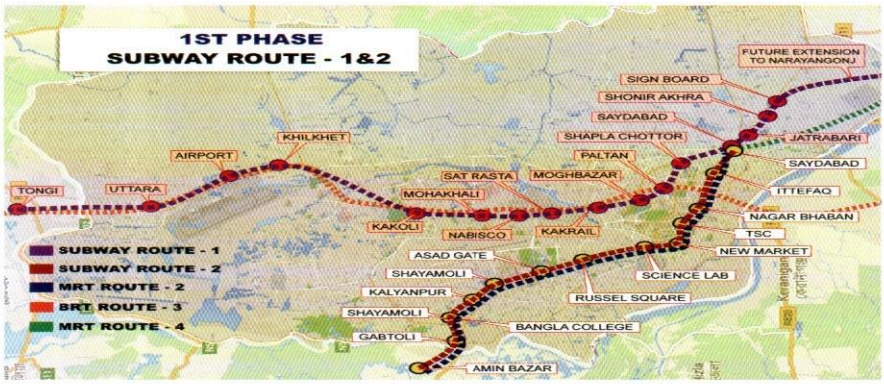


প্রস্তাবিত ঢাকা সাবওয়ের রুট এলাইনমেন্ট

৮.৩.২। রুট-১ এবং রুট-২ এ দু'টি অংশে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে শীঘ্রই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে আশা করা যায়।

Storage condition of Node/Chord members – 1

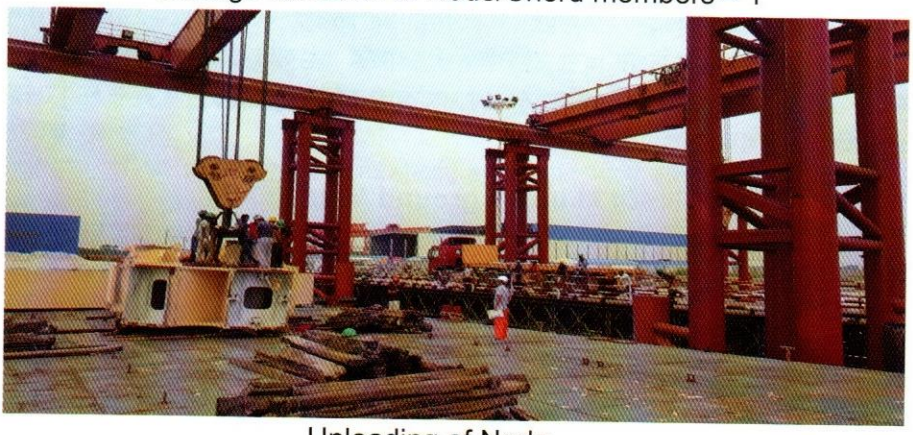

Unloading of Node

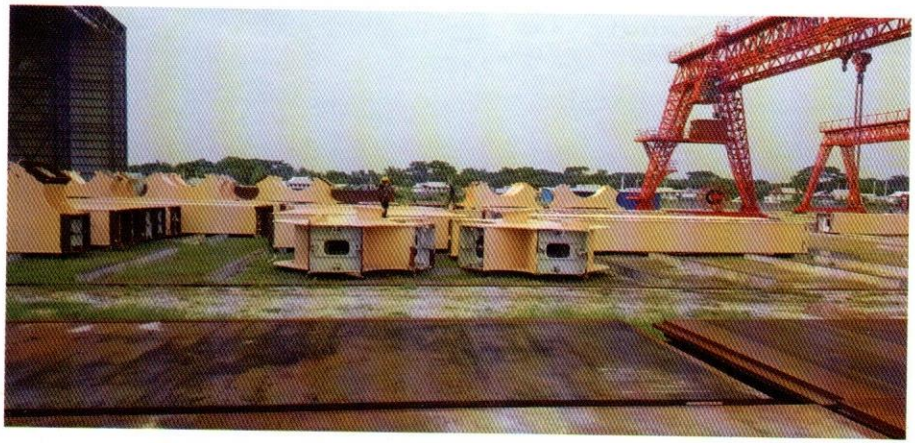

Storage condition of Node/Chord members – 2

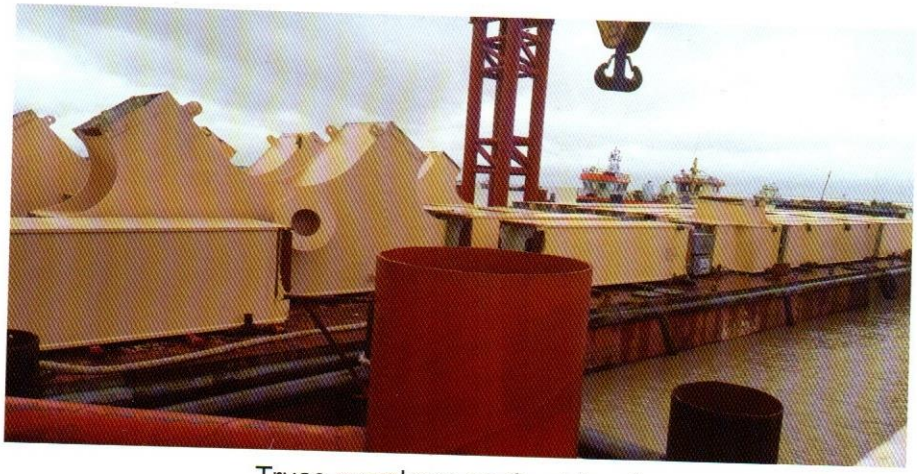

Truss members on theship - 1

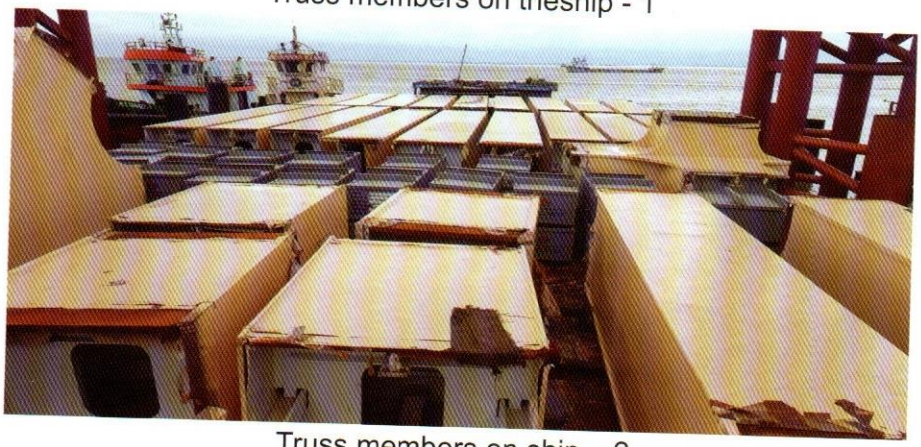

Truss members on ship – 2

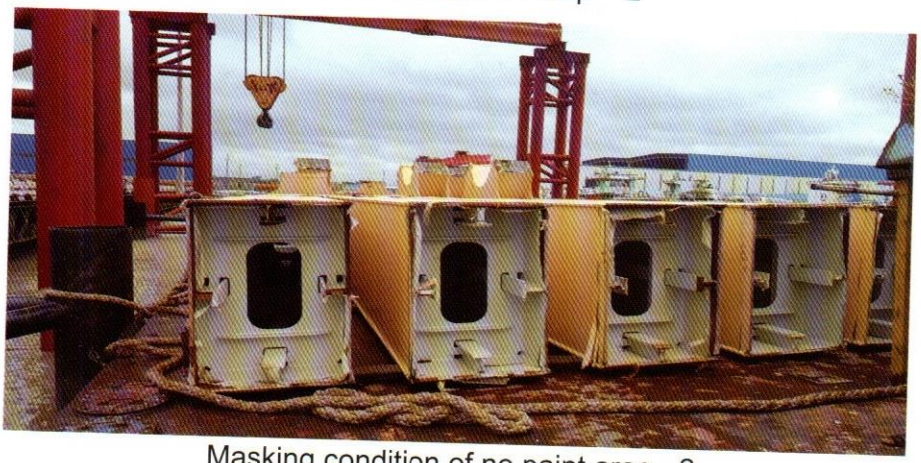

Masking condition of no paint area - 2

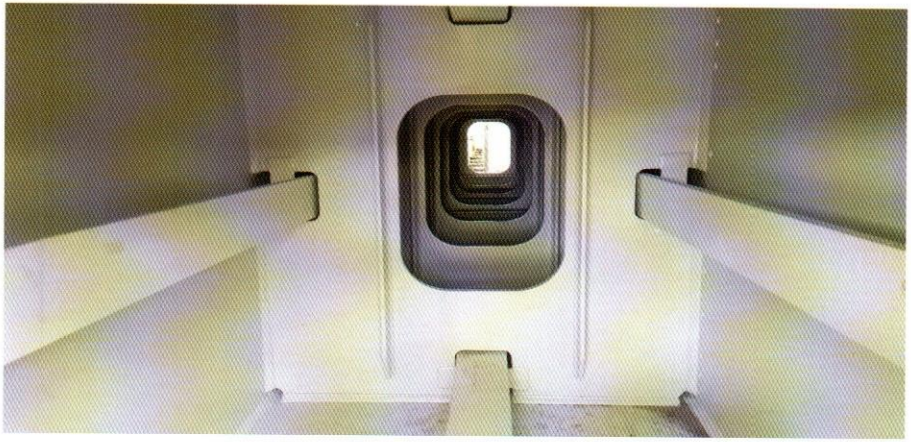

Internal Painting condition

Fabrication of Cofferdam for River Span

Dimension Inspection after fit-up

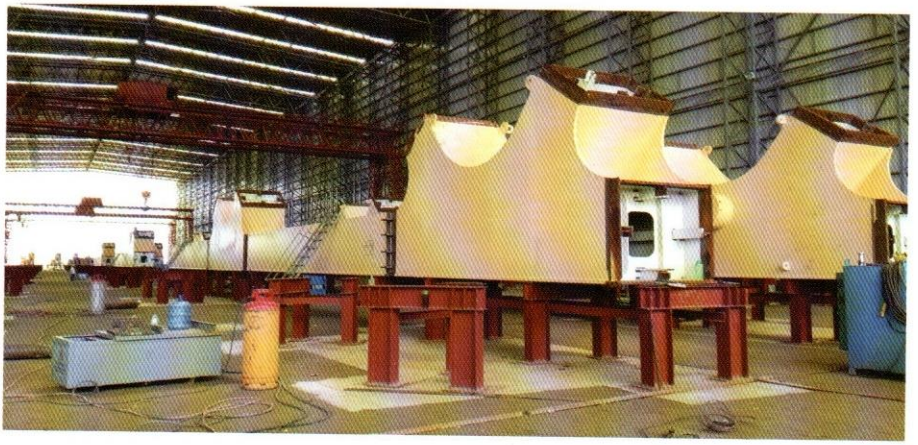

Assembly shop on August 25, 2016

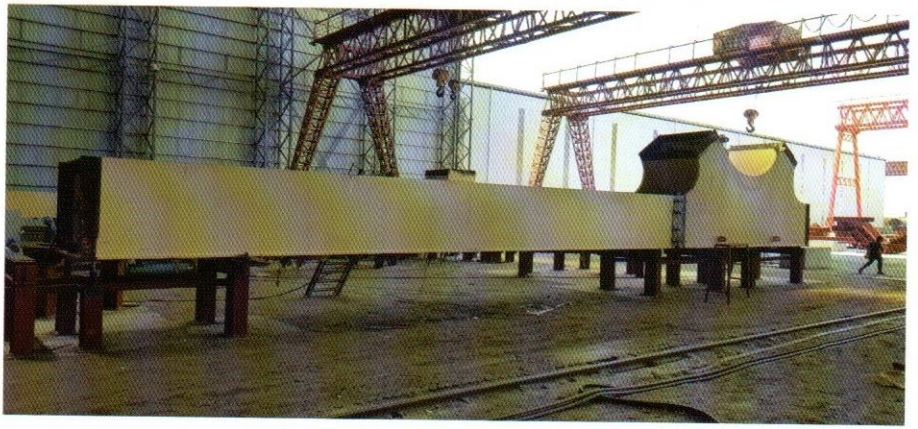

1st Fit-up – TE1F8 to UE1F8

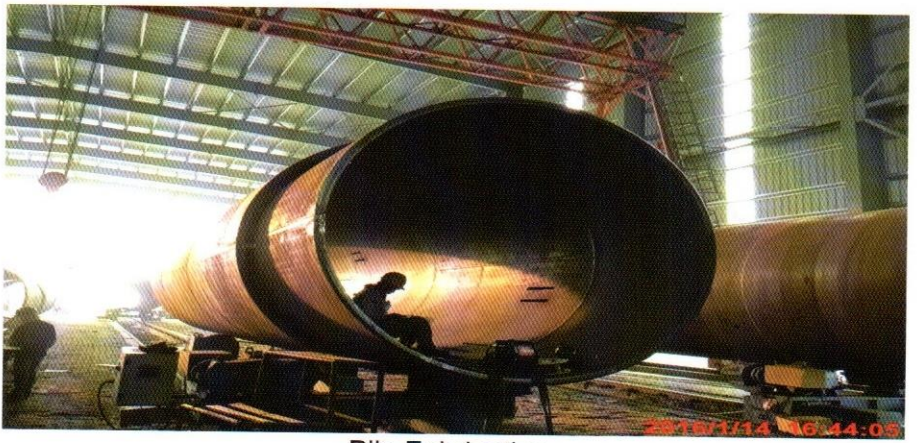

Pile Fabrication

Pile Driving

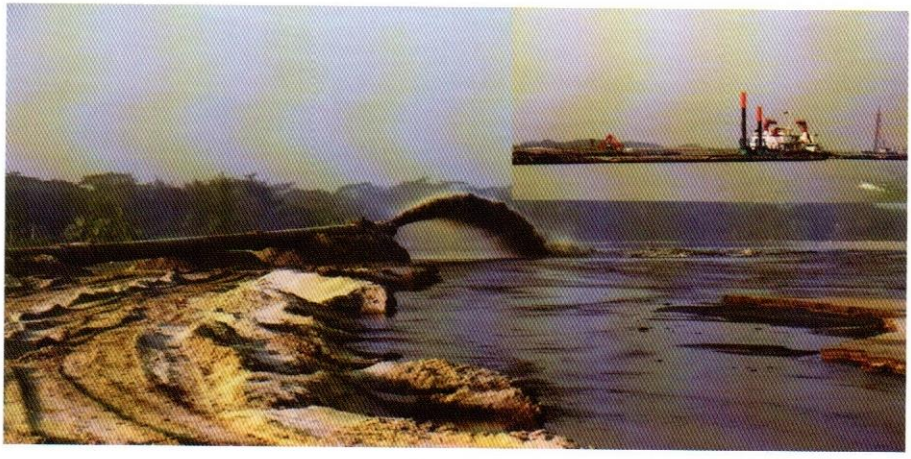

Dredging

## ৯। পিপিপি প্রকল্প

### ৯.১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "Italian-Thai Development Public Company Limited" এর সাথে ১৫/১২/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২৪৬টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

চলমান পাইল ড্রাইভিং কাজ

৯.১.২। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

## ১০। সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

### ১০.১। বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়:

বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের প্রথম দায়িত্ব পালন করে দক্ষিণ আফ্রিকার JOMAC Ltd ২৩ জুন ১৯৯৮ হতে ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত। ১ এপ্রিল ২০০৪ হতে ৩১ মে ২০০৯ পর্যন্ত Marga Net One Ltd দ্বিতীয় Operation and Maintenance (½) Operator হিসেবে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। জুন ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে এ সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করে।

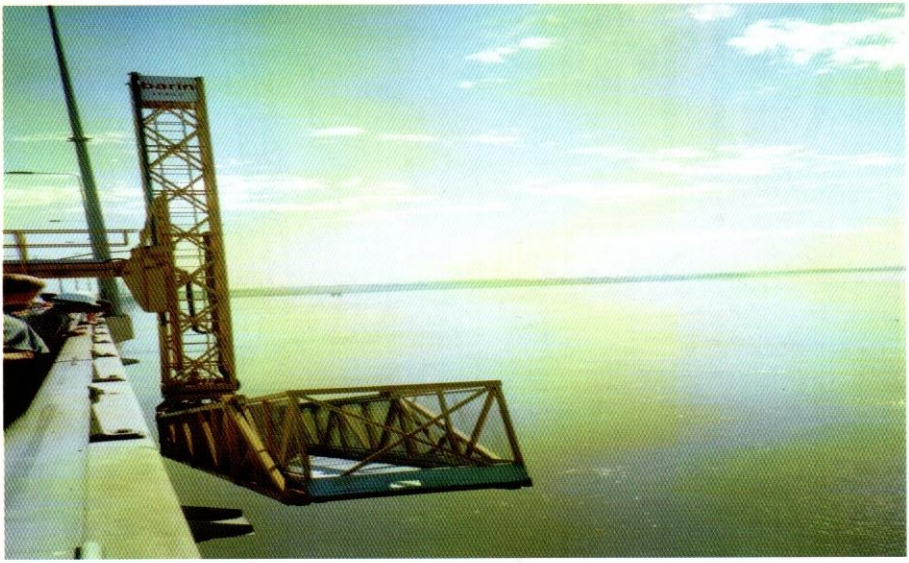

soffit inspection

১০.১.২। "Metallurgical Construction Compaû Ltd.-SEL-UDC JV" এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর China Communications Construction Company Ltd. জুলাই ২০১৬ হতে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে "Guangxi Scientific Institute of Communications (GSIC)" মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় সেতু কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## ১০.২। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সৃষ্ট ফাটল মেরামত:

বঙ্গবন্ধু সেতুর অভ্যন্তরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ১০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফাটল মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd (CCCC) এই ফাটল মেরামত কাজ সম্পন্ন করে।

## ১০.৩। অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ:

| ক্র. | কাজের নাম | প্রাক্কলিত/চুক্তিমূল্য (কোটি টাকায়) | জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১. | বঙ্গবন্ধু সেতুর বক্সের অভ্যন্তরের ফাটল মেরামত কাজ তদারকি। | ৩.৬৪ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বছরে ১ বার ফাটল মেরামত কাজ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়টি কারিগরি শাখা হতে নিশ্চিত করা হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | ভূঁয়াপুর হার্ডপয়েন্টের মেরামত। | ২৬.১৩ | ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। |
| ৩. | বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন এলাকার সৌন্দর্যবর্ধণ। | ০.৬৫ | দরপত্র আহবান। |
| ৪. | বঙ্গবন্ধু সেতুর সংযোগ সড়ক মেরামত কাজ। | ৩৫.১৩ | বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্তের সংযোগ সড়কের এক পার্শ্বে ২.৮ কিলোমিটার Overla কাজ সম্পন্ন। |
| ৫. | বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় যমুনা নদীর Hydrological এবং Morphological Study | ৩.৬৭ | চলমান এবং জুন ২০১৮ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে। |
| ৬. | বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় পদ্ধতি এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ১.৯২ | ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Vaaan-TTC কর্তৃক নিয়মিতভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান। |
| ৭. | বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় পাড়ের ওজন স্টেশনে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালুকরন। | ৩.৮৯ | ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সিএনএস লিঃ এর সাথে গত ২১/০৬/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর। |
| ৮. | বঙ্গবন্ধু সেতুর হাউজিং এরিয়ার নিরাপত্তা বেড়ার চারি পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ। | ০.৫৭ | দরপত্র আহবান। |
| ৯. | ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা। | ২১.৩০ | চলমান এবং ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ সম্পন্ন হবে। |
| ১০. | পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কে ০২টি সেতু মেরামত | ৩০.০০ | দু'টি সেতুর মধ্যে গোগনগর সেতুর ডাইভারশন মেরামত কাজ সম্পন্ন এবং কাশিপুর সেতুর ১০০টি চরষব উৎরারহম সম্পন্ন। |
| ১১. | পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কে ডিভিএসটি কাজ | ৩.৮৪ | ভৌত অগ্রগতি ৪০%। |

## ১০.৪। সেতুর টোল হার:

**বঙ্গবন্ধু সেত মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু**

| ক্রমিক নং | যানবাহনের শ্রেনীবিন্যাস | টোল হার |
|---|---|---|
| ১। | মোটর সাইকেল | ৪০.০০ |
| ২। | হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি) | ৫০০.০০ |
| ৩। | ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম) | ৬৫০.০০ |
| ৪। | বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী) | ৯০০.০০ |
| ৫। | ছোট ট্রাক (৫টনের কম) | ৮৫০.০০ |
| ৬। | মাঝারি ট্রাক (৫হতে ৮টন) | ১১০০.০০ |
| ৭। | বড় ট্রাক (৮টনের বেশী) | ১৪০০.০০ |

| ক্রমিক নং | যানবাহনের বিবরণ | টোল হার |
|---|---|---|
| ১। | ভ্যান ( ৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল যাত্রীসহ/খালী | ১০.০০ |
| ২। | অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী সহ/খালী | ২০.০০ |
| ৩। | কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু/ পিক আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট) | ৪০.০০ |
| ৪। | ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম) | ১০০.০০ |
| ৫। | বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন) | ২০০.০০ |
| ৬। | ছোট ট্রাক (৫টনের কম) | ২০০.০০ |
| ৭। | বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী/ ট্রেইলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি) | ৫০০.০০ |

## ১০.৫। বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল আদায়:

| অর্থ বছর | যানবাহন সংখ্যা | টোল আদায় (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|
| ১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে) | ২৭৬৫১ | ০.৯৯ |
| ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৮৯২১৪৯ | ৫৮.৮১ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৯৩০৬৫৯ | ৬৪.৭৭ |
| ২০০০-২০০১ | ১১১০০৭০ | ৮১.১৫ |
| ২০০১-২০০২ | ১২২২৯১৯ | ৯২.০০ |
| ২০০২-২০০৩ | ১৩৭৫০০৯ | ১০৭.০২ |
| ২০০৩-২০০৪ | ১৬৩২২০৫ | ১২৯.৩০ |
| ২০০৪-২০০৫ | ১৮৭৬৩৬৩ | ১৫০.৪৩ |
| ২০০৫-২০০৬ | ১৯৮৭৯৮৪ | ১৫৫.৭৩ |
| ২০০৬-২০০৭ | ২১৭২৪৬৩ | ১৭১.৫০ |
| ২০০৭-২০০৮ | ২৫৩৯৪২১ | ১৯৯.৫৫ |
| ২০০৮-২০০৯ | ২৭৫১৮৪৯ | ২১২.৪৪ |
| ২০০৯-২০১০ | ৩১৫৭৩৭২ | ২৪১.৩৭ |
| ২০১০-২০১১ | ৩৫৬৪৭১৩ | ২৬৭.৬৬ |
| ২০১১-২০১২ | ৩৬৯৮৭৪৩ | ৩০৪.৬৬ |
| ২০১২-২০১৩ | ৩৮৮৬৫৫৮ | ৩২৫.২০ |
| ২০১৩-২০১৪ | ৩৯২৬৯৯০ | ৩২৩.৩৯ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৪২০৭০৭৫ | ৩৪৯.০৮ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৪৮০৭৯১৫ | ৪০২.৪৩ |

## ১১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

| মন্ত্রনালয়/সংস্থার নাম | | | ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | সংখ্যা | টাকার পরিমান | সংখ্যা | টাকার পরিমান |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | | |
| সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ সেতু বিভাগ/ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | ৩৪৭টি | ১৫১৫.৫৭ | ০৬টি | ০২টি | ২৪৪.০০ | ৩৪৫ টি | ১২৭১.৫৭ |
| সর্বমোট = | ৩৪৭টি | ১৫১৫.৫৭ | ০৬টি | ০২টি | ২৪৪.০০ | ৩৪৫ টি | ১২৭১.৫৭ |

## ১২। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণঃ

সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর জনবলের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১৪ | ২৬ |

## ১৩। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ Automatic vehicle classification বা AVC পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। টোল আদায় কার্যক্রমে অন লাইন মনিটরিং ব্যবস্থা এবং সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রনে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু আছে। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেতু বিভাগ ইতোমধ্যে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

## ১৪। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৮৭৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত;

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতুর পাইলিং ও নদীশাসন কাজের উদ্বোধন এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩৪%;

(৩) পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;

(৪) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালটেন্সি (CMC Service) হিসেবে নির্বাচিত পরামর্শক High Point Rendel (HPR), UK & Associates এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;

(৫) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের "Consultancy Services for Preparing a Comprehensive Documentation of Padma Multipurpose Bridge Project" শীর্ষক কাজের জন্য Impress telefilm Ltd. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;

(৬) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম শুরু এবং জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২৪৬টি পাইল ড্রাইভিং সম্পন্ন;

(৭) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য Resettlement Action Plan (RAP) চূড়ান্তকরণ;

(৮) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ২য় ও ৩য় ট্রাঞ্চের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ১২১২.৪৭ কোটি টাকা পরিশোধ;

(৯) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি ৮৪৪৬.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক সভায় অনুমোদন এবং প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২০১.৪৭ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে পরিশোধ;

(১০) ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু;

(১১) বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি)-এর এলিভেটেড অংশের ঠিকাদার নিয়োগে দরপত্র আহবান;

(১২) ১০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর অভ্যন্তরে ফাটল মেরামত কাজ সম্পন্ন;

(১৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মধ্যে Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষর;

(১৪) সেতু বিভাগের আওতাধীন ২টি সেতু হতে টোল বাবদ ৪১৮.৪৫ কোটি টাকা আয়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৮০% বেশী;

(১৫) প্রতিবেদনাধীন বছরে সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থার ২৪৪.০০ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

## ১৫। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন:

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | স্কোর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিকরণে সহায়তা করা | পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন | অধিগ্রহণকৃত ভূমি | হে: | ৩ | ২৩০-২৫০ | ২৭৬.৫৮ | ৩ |
| | | পুনর্বাসনকৃত পরিবার | সংখ্যা | ৩ | ৬০০-৮০০ | ৮০৪ | ৩ |
| | মূল সেতু নির্মাণ | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ৪ | ২১-২৫% | ২৩ | ৩.২ |
| | নদীশাসন কাজ | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ৪ | ২১-২৫% | ২১ | ২.৪ |
| | সংযোগ সড়ক নির্মাণ | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ৩ | ৩৪-৪০% | ৩৫ | ২.১ |
| | সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ৩ | ৪২-৫০% | ৪৮ | ২.৭ |
| | পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বনায়ন | সম্পাদিত বনায়ন কাজ | % | ২ | ৯০০০-১১০০০ | ১১০০০ | ২ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ব্যবস্থাপনা সহায়ক পরামর্শক সেবা (এমএসসি) | এমএসসি নিয়োগ | তারিখ | ২ | ৩০.১১.২০১৫-৩১.১.২০১৬ | ২৪.২.২০১৬ | ০ |
| | বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ, টোল আদায় এ আনুসঙ্গিক কাজ | সম্পাদিত ফাটল মেরামত কাজ | % | ৫ | ৭২-৮০% | ১০০% | ৫ |
| | | ভূয়াপুর হার্ডপয়েন্টের সম্পাদিত স্থায়ী মেরামত কাজ | % | ৪ | ৩০-৫০% | ৫০% | ৪ |
| | | সম্পাদিত পৃথক ট্রাক লেন নির্মাণ | % | ৩ | ৬-১০% | ১০% | ৩ |
| | | সংযোগ সড়কে সম্পাদিত উইঝঞ কাজ | % | ৩ | ৩০-৪৫% | ৪০% | ২.৪ |
| | | অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স অপারেটর নিয়োজিত | তারিখ | ১ | ৩১.১০.২০১৫-৩০.১১.২০১৫ | ৩১.১০.২০১৫ | ১ |
| | | টোল আদায় কাজের অপারেটর নিয়োজিত | তারিখ | ১ | ৩১.১০.২০১৫-৩০.১১.২০১৫ | ৩১.১০.২০১৫ | ১ |
| | মুক্তারপুর সেতুর সংযোগ সড়ক মেরামত | ঠিকাদার নিয়োজিত | তারিখ | ৩ | ৩০.৩২০১৬-৩০.৫.২০১৬- | ২৮.৩.২০১৬ | ৩ |
| সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা | ঢাকা আশুলিয়া উড়াল সড়ক নির্মাণ | সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য পরামর্শক নিয়োজিত | তারিখ | ৩ | ৩০.১০.২০১৫-৩০.১২.২০১৫ | - | ০ |
| | বিআরটি করিডোরের উড়াল সেতু নির্মাণ | চূড়ান্ত ডিটেইল্ড ডিজাইন | তারিখ | ৪ | ৩০.১০.২০১৫-৩০.১২.২০১৫ | ২৬.১০.২০১৫ | ৪ |
| | | ঠিকাদার নিয়োজিত | তারিখ | ৪ | ৩০.৩.২০১৬-৩০.৬.২০১৬ | | ০ |
| | | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | তারিখ | % ৪ | ০.২০-২% | - | ০ |
| | কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ | অনুমোদিত ডিপিপি | তারিখ | ২ | ৩১.১.২০১৬-২৮.২.২০১৬ | ২৪.১১.২০১৫ | ২ |
| | | অধিগ্রহণকৃত ভূমি | হেঃ | ২ | ৮-১০ | ১০ | ২ |
| | | সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ২ | ১-৫% | ৪% | ১.৮ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা | ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ১ম ট্রাঞ্চের জমি হস্তান্তর | অপসারিত ভবন ও অবকাঠামো | % | ২ | ৭০-৯০ % | ৯০% | ২ |
| | | ১ম ট্রাঞ্চের হস্তান্তরিত জমি | তারিখ | ২ | ৩০.১০.২০১৫-৩০.১২.২০১৫ | ১৬.৮.২০১৫ | ২ |
| | বিস্তারিত নকশা | অনুমোদিত বিস্তারিত নকশা | তারিখ | | ২৫.১০.২০১৫-০৭.১২.২০১৫ | ১৭.১০.২০১৫ | ৩ |
| | ভৌত নির্মাণ | ১ম ট্রাঞ্চের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ | % | ৩ | ১-৫% | ৫% | ৩ |
| | প্রকল্পের ২য় ও ৩য় ট্রাঞ্চের ভূমি অধিগ্রহণ | প্রকল্পের ২য় ও ৩য় ট্রাঞ্চের অধিগ্রহণ কৃত ভূমি | একর | ২ | ১২-১৭ | ১৭ | ২ |
| | পুনর্বাসন ভবন নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ | স্বাক্ষরিত চুক্তি | তারিখ | ২ | ৩০.৯.২০১৫-৩১.১১.২০১৫ | ২২.১১.২০১৫ | ১.২ |
| | সেফটি অডিট পরামর্মক নিয়োগ | স্বাক্ষরিত চুক্তি | তারিখ | ২ | ১৫.৩.২০১৬-১৫.৫.২০১৬ | ২৪.৪.২০১৬ | ১.৪ |
| | পরিবেশ ও পুনর্বাসন কাজের পরামর্শক নিয়োগ | স্বাক্ষরিত চুক্তি | তারিখ | ২ | ৩০.১২.২০১৫-২৮.০২.২০১৬ | ২৫.১১.২০১৫ | ২ |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | | ১৭ | | | ১৬ |
| | | | | ১০০ | | | ৮০.২০ |

১৬। সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নির্মাণাধীন কর্ণফুল নদীর তলদেশে বহু লেন টানেল

নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২, ফোনঃ ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্সঃ ৫৫০৪০৪৪৪
www.bridgesdivision.gov.bd; www.bba.gov.bd